উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ২৯ পৌষ ১৪২৮ শুক্রবার ৪.০০ টাকা 14 January 2022 Friday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ http://www.uttarbangasambad.in

তিস্তাপারে ট্রেন দুর্ঘটনায় হত ৭

বিকানের থেকে গুয়াহাটি যাচ্ছিল
১৫৬৩৩ আপ গুয়াহাটি–বিকানের এক্সপ্রেস

দুর্ঘটনাস্থল নিউ দোমোহনি ও নিউ ময়নাগুড়ি স্টেশনের মাঝখানে দারিভিজা এলাকায়

উত্তরবঙ্গে অতীতে বড় রেল দুর্ঘটনা

- কিশনগঞ্জের কাছে গাইসালে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় ব্রহ্মপুত্র মেল ও অবধ–আসাম এক্সপ্রেসের। ১৯৯৯ সালের ২ অগাস্ট। প্রায় ২৯০ জন মারা যান।

জখম যাত্রীদের জলটুকুও দিতে পারিনি

কৃষ্ণ দাস
প্রত্যক্ষদর্শী, উত্তর মৌয়ামারি

সিনেমা, টিভিতে হয়তো এমন দৃশ্য দেখা যায়। কিন্তু চোখের সামনে যে কোনওদিন এই ঘটনা দেখতে হবে তা স্বপ্নেও ভাবিনি। বাজার করার জন্য প্রতিদিনের মতো এদিন বিকেলেও বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম। ময়নাগুড়ি ওভারব্রিজের কিছুটা আগে বিকট একটা শব্দ শুনতে পাই। রেললাইনের দিকে চোখ গেলে একটি ট্রেনকে উলটে পড়ে যেতে দেখি। কিছুক্ষণের জন্য যেন সংবিৎ ছিল না। সংবিৎ ফিরতে ট্রেনটির সামনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকি।

ততক্ষণে উলটে যাওয়া ট্রেনের বিভিন্ন বগি থেকে একের পর এক যাত্রী লাফ দিয়ে বাইরে নামার চেষ্টা চালাচ্ছেন। কিন্তু কী করব কিছুই মাথায় আসছিল না। গ্রামবাসীদের একাংশও ঘটনাস্থলের দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করেছে। ট্রেনের ইলেক্ট্রিক লাইন ছিঁড়ে যাওয়ায় প্রথমে সামনের দিকে এগোতে বেশ ভয়ই লাগছিল। তবে শেষপর্যন্ত ভয়ডর কাটিয়ে সবাই এগিয়ে যাই। দোমড়ানো–মোচড়ানো বগিতে ঢুকে বেশ কয়েকটি মৃতদেহ চোখে পড়ে। সবাই মিলে তিনটি মৃতদেহ বাইরে বের করে আনা হয়। আহতদেরও উদ্ধার করা হয়। তাঁরা জল চাইছিলেন। কিন্তু কী করে তা ওঁদের দেব! এলাকায় তো জলের কোনও ব্যবস্থাই নেই। ততক্ষণে ময়নাগুড়ি দমকলকেন্দ্রের কর্মীরা ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছেছেন। তাঁরা উদ্ধারকাজে নেমে পড়েন। আমরাও যতটা পারি তাঁদের সহযোগিতা করতে থাকি। আহতদের অনেকে তখনও দোমড়ানো–মোচড়ানো বগিগুলিতে আটকে। তাঁদের কী করে উদ্ধার করব তা মাথায় আসছিল না। তবুও বহু কষ্টে তাঁদের কয়েকজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠালাম।

উদ্ধারকাজ চালাতে গিয়ে শরীর রক্তে ভরে যায়। জখমদের কয়েকজনকে উদ্ধার করে ভালো লেগেছে, আবার কয়েকজনকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার না করতে পারার যন্ত্রণাও কুরে কুরে খাচ্ছে।

অনুলিখন– অভিরূপ দে

ডায়ালিসিস্ ?
রাত বিরাতে আর নয়
এখন দিনের দিনেই বাড়ি
DESUN HOSPITAL SILIGURI
90 5171 5171

দারিভিজার দুর্ঘটনাস্থল। বৃহস্পতিবার গুয়াহাটি–বিকানের এক্সপ্রেস লাইনচ্যুত হওয়ার পর। ছবি : শুভদীপ শর্মা

বৃহস্পতিবার শনির যাত্রা

সৌরভ দেব ও অভিরূপ দে

দোমোহনি, ১৩ জানুয়ারি : নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের পর কোথাও দাঁড়ায়নি ট্রেনটা। জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনের পরই তিস্তা ব্রিজ। সেটা পেরিয়েছিল মিনিটখানেক আগে। শীতের তিস্তার অন্যরকম রূপ উপভোগ করছিলেন বিকানের–গুয়াহাটি এক্সপ্রেসের ১,০৫৩ যাত্রী। সাধুরাম, সুমিত্রাদেবীর মতো অনেকেই।

তখনও কেউই ভাবেননি, মিনিটখানেকের মধ্যে কী ভয়ংকর মুহূর্ত অপেক্ষা করছে তাঁদের জন্য। নিউ দোমোহনি স্টেশনও পেরিয়ে গেল ঝড়ের গতিতে। তারপরই ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে পড়ল এক্সপ্রেস ট্রেন। বিশাল আওয়াজ শুনে হতচকিত গ্রামবাসীরা দৌড়ে এসে দৃশ্য দেখে বিহ্বল হয়ে পড়েন। কান্নায় ভেঙে পড়েন কেউ। ততক্ষণে আহত যাত্রীদের চিৎকারে আকাশ–বাতাস ভারী হয়ে এসেছে সংলগ্ন দারিভিজা এলাকার।

তেইশ বছর আগে গাইসাল দুর্ঘটনার স্মৃতি যেন ফিরে এল উত্তরবঙ্গে। সেবার মধ্যরাতে হয়েছিল দুটো ট্রেনের মুখোমুখি সংঘর্ষ। এ বারের দুঃস্বপ্নের ঘটনা বিকেল পৌনে পাঁচটায়। এক্সপ্রেস ট্রেনের অন্তত ১২ বগি বেলাইন হয়ে যায়। রেলের হিসেবে ওই বগিগুলোতে যাত্রী ছিল পাঁচশোর বেশি। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত, যাত্রীদের মধ্যে অন্তত সাতজনের মৃত্যু হয়েছে। আহতের সংখ্যা একশোরও বেশি। অনেকেরই অবস্থা গুরুতর।

এদিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখা গেল মেরুদণ্ডে ঠান্ডা স্রোত নেমে যাওয়ার মতো দৃশ্য। দূর থেকে দেখা যাচ্ছিল, একটি বগির ওপর উঠে গিয়েছে আরেকটি বগি। কাছে গিয়ে চোখে পড়ল, ট্রেনের ইঞ্জিনটি লাইনচ্যুত। এরপর ইঞ্জিনের পর লাগেজ ভ্যানটি কাত হয়ে পড়েছে। এরপর দুটি অসংরক্ষিত কামরা সম্পূর্ণ উলটে। দুটি অসংরক্ষিত কামরার পর থেকে সংরক্ষিত কামরা এস১২, এস১১, এস১০, এস৯ সম্পূর্ণ উলটে। নিউ দোমোহনি ও নিউ ময়নাগুড়ি–দু'দিকের দুটো স্টেশন থেকে ছুটে আসছেন লোকেরা। কেউ আহতদের বাঁচাতে। কেউ ভয়ংকর দৃশ্য দেখতে।

সবচেয়ে খারাপ অবস্থা এস১০ এবং এস ১১–র। প্রথম কামরাটির কিছুটা এস১১ কামরার মধ্যে ঢুকে গিয়েছে। সেখানেই আটকে পড়েন বেশ কয়েকজন যাত্রী। ঘটনার প্রায় তিন ঘণ্টা পর আটকে থাকা দুই যাত্রীকে উদ্ধার করা হয়। ততক্ষণে অসংখ্য যাত্রীকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ির বিভিন্ন হাসপাতালে।

কী করে হল এমন দুর্ঘটনা? প্রাথমিকভাবে রেলমন্ত্রকের কর্তারা বলছেন, সম্ভবত শীতকালে লাইনে ক্রটির কারণেই এই দুর্ঘটনা। দুর্ঘটনার সময় ট্রেনের গতিবেগ ছিল ৪০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা। তবে প্রত্যক্ষদর্শীরা তা মানছেন না। ময়নাগুড়ি ও দোমোহনির যেসব মানুষ ছুটে এসেছিলেন উদ্ধার করতে, তাঁরা এই তত্ত্ব মানছেন না। অনেকেই আমরা কামরার মধ্যে গল্পে মশগুল ছিলাম। সেই সময় ট্রেনের গতিবেগ যথেষ্টই ছিল। আচমকাই বিকট শব্দ হল। তারপরই জোরে ঝাঁকুনি খেতে শুরু করল কামরাটা। কিছু বুঝে ওঠার আগে ট্রেনের ভেতর সবকিছু ওলট–পালট হয়ে গেল।' কান্নার ফাঁকে হাঁফাচ্ছিলেন তিনি, 'যখন জ্ঞান ফিরল, তখন দেখলাম আমাদের বগিটি লাইনের পাশে কাত হয়ে রয়েছে। সামনের বগির ভিতরে আমাদের বগির কিছুটা ঢুকে রয়েছে। সেখানে কিছু মানুষ আটকে চিৎকার করছেন। কয়েকজন আমাকে ধরে অ্যাম্বুল্যান্সে তুলে দিল।'

ট্রেনের আরেক যাত্রী সুমিত্রাদেবীও হতচকিত, 'শুধু একটা জোরে শব্দ। তারপর আমি আর কিছুই জানি না। যখন জ্ঞান ফিরল, তখন শুধু কান্না আর চিৎকার। রাজস্থান থেকে আসছিলাম। তিনসুকিয়া যাব। সঙ্গে ছেলে, বৌমা আর নাতি রয়েছে। ভগবানের কৃপায় আমরা সকলেই সুস্থ।'

সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে রেল দুর্ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়ে গোটা দেশে। মৃতদের জন্য গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ, উপরাষ্ট্রপতি বেঙ্কাইয়া নাইডু, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ বিশিষ্ট নেতারা। নবান্ন সূত্রের খবর, শুক্রবারই ঘটনাস্থলে আসতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী। কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণও শুক্রবার আসছেন দোমোহনিতে।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে বৃহস্পতিবার রাতেই ঘটনাস্থলে যান প্রাক্তন পর্যটনমন্ত্রী গৌতম দেব। সেখানে এসেছিলেন ময়নাগুড়ির বিধায়ক কৌশিক রায়ও। গৌতম বলেন, 'যাঁরা জখম হয়েছেন তাঁদের দ্রুত উদ্ধার করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য।' *এরপর দশের পাতায়*

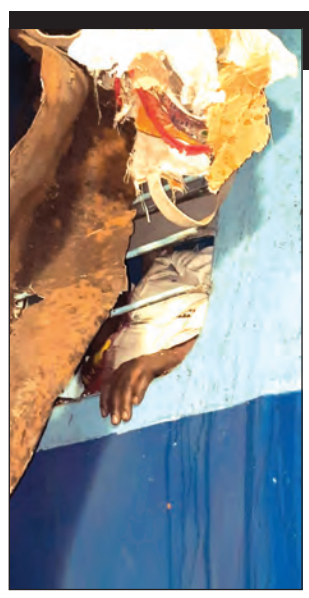

আতঙ্কের সফর

- লাইনে সমস্যার জন্যই সম্ভবত দুর্ঘটনা
- ট্রেনটা শেষ দাঁড়িয়েছিল নিউ জলপাইগুড়ি
- পরবর্তী স্টপেজ ছিল নিউ কোচবিহার
- ১২টি বগি লাইনচ্যুত হয়
- দুর্ঘটনার সময় ১০৫৩ যাত্রী ছিলেন
- দুর্ঘটনাগ্রস্ত বগিগুলিতে ৫৭৫ জন ছিলেন
- শুক্রবার ঘটনাস্থলে যেতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী

বিকট শব্দ, তারপরই আর্তনাদ

শুভদীপ শর্মা

দোমোহনি, ১৩ জানুয়ারি : শীতের বিকেলে সূর্য একটু তাড়াতাড়িই অস্ত যায়। বৃহস্পতিবার বিকেলে তখন কেবল সূর্য অস্ত যাবে। অনেকে দিনের কাজ সেরে গ্রামের সরু পথ ধরে বাড়ি ফিরছিলেন। আবার কেউ কেউ মাঠে থাকা গবাদিপশু নিয়ে হাঁটা দিয়েছিলেন বাড়ির পথে। হঠাৎ একটা বিকট শব্দ। তারপরই শুধু চিৎকার আর কান্নার রোল।

বৃহস্পতিবার বিকেলটা ভুলবেন না ময়নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ওভারব্রিজ সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দারা। ঠিক সেখানেই যে উত্তরবঙ্গের ইতিহাসে অন্যতম বড় ট্রেন দুর্ঘটনাটা ঘটেছে, তা এতক্ষণে অনেকেই জেনে গিয়েছেন। কিন্তু এরকম যে কিছু একটা ঘটতে পারে, ঘটনার ঠিক আগের মুহূর্তেও তা ঘুণাক্ষরেও আন্দাজ করতে পারেননি কেউ। নিউ জলপাইগুড়ি থেকে আলিপুরদুয়ারগামী রেললাইনের উপর বিকানের–গুয়াহাটি এক্সপ্রেসের একাধিক বগি ততক্ষণে লাইনচ্যুত। একটি বগির উপর উঠে এসেছে আরেকটি বগি। বগিগুলোর অবস্থা এমন ছিল যে সেখান থেকে কোনও যাত্রীর বাইরে বের হওয়ার উপায় ছিল না। ততক্ষণে অল্প অল্প করে ট্রেনের কাছাকাছি লোক জড়ো হতে শুরু করেছে। সেসব কামরার যেসব যাত্রীর তখনও হুঁশ রয়েছে, তাঁরা বাইরের লোক দেখে কাতরভাবে সাহায্যের আবেদন করতে থাকেন। কান্নার রোলে ততক্ষণে আকাশ–বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। ঘটনা এতটাই আকস্মিক যে অনেকে তো বুঝতেও পারছেন না, কী ঘটেছে। *এরপর দশের পাতায়*

লাইনের ত্রুটি নাকি ইঁদুরের গর্ত

দুর্ঘটনার পর ছড়িয়ে থাকা ট্রেনের যন্ত্রাংশ। ছবি : সৌরভ দেব

পূর্ণেন্দু সরকার

দোমোহনি, ১৩ জানুয়ারি : দুর্ঘটনার পর প্রাথমিকভাবে সবাই ঝাঁপিয়ে পড়েছেন উদ্ধারকাজে। আর তারপরই যে প্রশ্নটা বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে তা হল, ময়নাগুড়ির এই দুর্ঘটনা ঘটল কেন? দুর্ঘটনার পর ক্ষতিপূরণের ঘোষণা করা হয়েছে তড়িঘড়ি। কিন্তু কারণ নিয়ে এখনও অবধি মুখে কুলুপ এঁটেছে রেল। আধিকারিকরা বলছেন, এনিয়ে এখনই কিছু বলা যাবে না। কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে সাধারণ মানুষের কথায় ঘুরেফিরে উঠে আসছে লাইনে ক্রটির কথাই। সেই সঙ্গে দুর্ঘটনার কারণ হিসেবে ওই ট্রেনের মান্ধাতার আমলের বগির কথাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, ওই জায়গায় লাইনের তলায় আবার রয়েছে ইঁদুরের গর্তও। ফলে লাইনের তলায় মাটি ধসে গিয়ে দুর্ঘটনার আশঙ্কাও উড়িয়ে দিচ্ছেন না কেউ।

ট্রেনের কামরাগুলি যেভাবে দুমড়ে–মুচড়ে গিয়েছে, তাতে যে সহজে ট্রেন লাইনচ্যুত হয়েছে, এটা বিশ্বাস করা কঠিন। ট্রেনের এস৫ কোচটি যেন লাফিয়ে এসে পড়েছে এস৬–এর উপর। তারপর এস৭ কামরাটি এমনভাবে নড়ে গিয়েছে যে আরেকটু হলেই পাশের নয়ানজুলিতে পড়ে যেত। এস৮ কামরাটি লাইন থেকে বেরিয়ে গিয়েছে। পরের এস৯ এবং এস১০ কামরা দুটি লাইন থেকে প্রায় ৫০ ফুট দূরে ছিটকে যায়। এস১০ কামরা দুমড়ে–মুচড়ে পরের বগির উপর উঠে যায়। ১১ নম্বর বগি ও ১২ নম্বর বগি লাইন থেকে বহুদূরে ছিটকে গিয়েছে। ২টি জেনারেল কামরা এবং ইঞ্জিন একেবারে উলটে গিয়েছে।

সেইসঙ্গে লাইনের স্লিপার ভেঙে গিয়েছে, ইলেক্ট্রিক পোল যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তা অভাবনীয়। বলছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা। এমনকি লাইনের উপর ট্রেনের চাকার অ্যাক্সেল ভাঙা অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছে। দুর্ঘটনার অভিঘাতে রেললাইনে পাতা সিমেন্টের স্লিপার থেকে লোহার ক্লিপ খুলে গিয়েছে অনেক জায়গায়। মনে হচ্ছে যেন কোনও প্রবল ঝড় স্লিপার ও লোহার ক্লিপগুলিকে খুবলে তুলে নিয়ে গিয়েছে। শুধু কী তাই, ইঞ্জিন ও পেছনের ২টি জেনারেল কামরার অ্যাক্সেল, লোহার চাকা যেভাবে খুলে গিয়েছে, মনে হচ্ছে যেন দুটি ট্রেনের মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়েছে। অথচ তা তো হয়নি। *এরপর দশের পাতায়*

আহতদের পাশে রাত জাগল দোমোহনি

শুভদীপ শর্মা

দোমোহনি, ১৩ জানুয়ারি : জানুয়ারির মাঝামাঝি রাত সাড়ে ১১টা খুব একটা কম কথা নয়। পৌষ সংক্রান্তির আগের দিন শীতও পড়েছে জাঁকিয়ে। তবে দুর্ঘটনাস্থলের আশপাশে থাকা প্রশাসনের লোকজন ও স্থানীয় বাসিন্দাদের তখনও ঘাম ছুটছে। তখনও চলছে উদ্ধারকাজ। গ্যাস কাটার দিয়ে কেটে কেটে দুমড়ে–মুচড়ে যাওয়া বগির ভেতর থেকে যাত্রীদের উদ্ধার করার কাজ তখন প্রায় শেষ পর্যায়ে। ইতিমধ্যেই পুলিশ–প্রশাসনের উদ্যোগে ঘটনাস্থলে মাইকিং শুরু হয়ে গিয়েছে। জায়গা খালি করে দিতে বলা হচ্ছে।

তবে কে শোনে কার কথা?

গভীর রাতেও সেখানে তখন মেলার ভিড়। পুলিশ, বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, বিন্নাগুড়ির ক্যাম্প থেকে আসা সেনা, দমকলকর্মী, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যরা তো রয়েছেনই। সেইসঙ্গে 'দুর্ঘটনা দেখতে' সেখানে তখনও অন্তত হাজারখানেক স্থানীয় মানুষের ভিড়। অন্যান্য দিন ফাঁকা মাঠ ঢাকা পড়ে থাকে অন্ধকারে। অথচ এদিন বড় বড় আলোয় গোটা এলাকাই আলোকিত। একপাশে তখনও সার দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে অ্যাম্বুল্যান্সগুলো। কামরার মধ্যে যদি তখনও কোনও যাত্রী আটকা পড়ে থাকেন, তবে প্রয়োজনে তাঁদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে তারা। আর একপাশে তখন সরকারি কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবীদের জন্য খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ঘটনার পর, সেই বিকাল থেকে একটানা উদ্ধারকাজ চালিয়ে গিয়েছেন তাঁরা।

দুর্ঘটনাগ্রস্ত কামরা থেকে আহত যাত্রীকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা হচ্ছে। –সংবাদচিত্র

গভীর রাতে খাওয়ার ব্যবস্থা করা হলেও, সেই খাবার খাওয়ার মতো মানসিক অবস্থা তাঁদের মধ্যে আর কতজনেরই বা রয়েছে, সেটাই প্রশ্ন। জানা গিয়েছে, জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসনের তরফে সেই খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। মেখলিগঞ্জ থেকেও এসেছে খাবারের প্যাকেট।

তবে স্থানীয়রা কি কেবলই দর্শকের ভূমিকা পালন করেছেন? তা কিন্তু নয়। এই স্থানীয়রা না থাকলে যে কী হত, তা ভেবে শিউরে উঠছেন ওই ট্রেনের যাত্রীরা। দুর্ঘটনার শব্দ পেয়ে তাঁরাই প্রথমে দৌড়ে আসেন ঘটনাস্থলে। তাঁরাই তো প্রথম উদ্ধারকাজে হাত লাগান। যেখানে ওই দুর্ঘটনা ঘটেছে, সেই রেললাইন আশপাশের জমি থেকে বেশ খানিকটা উঁচুতে। তার দু'পাশে গ্রামীণ রাস্তা। কাঁচা এবং সরু। ঘটনার পর যখন সেখানে জড়ো হচ্ছে অ্যাম্বুল্যান্স, তখন স্থানীয়রাই কিন্তু এগিয়ে এসেছেন। *এরপর দশের পাতায়*